দৈনিক ইনকিলাব

026

তারিখ 23 [illegible] 19[illegible]
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

সুধারাম

নোয়াখালী, ২২ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— নোয়াখালী সদর উপজেলা-ই 'সুধারাম' নামে পরিচিত। দেশের অন্যান্য সদর উপজেলা কোতোয়ালী থানা হিসেবে স্বীকৃত হলেও এটি সুধারাম থানা হিসেবে অফিস-আদালতে পরিচিত। শুধু পুলিশের কাগজপত্রে নয়, সরকারী রেকর্ডপত্রেও সুধারাম থানা বা উপজেলা লেখা হয়। সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে ডিসেম্বরে সুধারাম থানা সদর উপজেলায় পরিণত হয়েছে। ১৮টি ইউনিয়ন নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। লোকসংখ্যা ৭ লাখ। দক্ষিণেন সমুদ্রের জেগে উঠা নতুন চর ও দ্বীপসহ চরজব্বার, চরক্লার্ক ও চরবাটা ইউনিয়নকে একটি নতুন উপজেলা গঠনের দাবী দীর্ঘদিনের।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলা সদর হিসেবে অন্যান্য উপজেলার চাইতে সামান্য উন্নত হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। জেলা হেড কোয়ার্টার হিসেবে সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স প্রবর্তন, সাবেক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক উদ্বোধনকৃত মেডিকেল কলেজ চালু, একটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করার কথা থাকলেও এখনও কিছু হয়নি। নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ও কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা দু'টি দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৃহৎ মাদ্রাসা। একটি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। এ উপজেলায় প্রায় ৪০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩টি মাদ্রাসা ও ৬টি কলেজ আছে। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৬০টি, অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র স্বল্পতা ও গৃহসমস্যা প্রকট, অধিকাংশই টিনের ছাউনী ও বেতের বেড়াযুক্ত। ঘূর্ণিঝড়ে এ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারবার বিধ্বস্ত হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

উপজেলা কেন্দ্র হতে বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগের জন্য দক্ষিণাঞ্চলে সোনাপুর-চরবাটা-চরক্লার্ক রাস্তা, পশ্চিমাঞ্চলের ইসলামিয়া রোড ও দত্তেরহাট-খলিফারহাট-হুদারহাট রাস্তা, পূর্বাঞ্চলের মাইজদী-কবিরহাট-চাপরাশির হাট রাস্তা পাকা করা আবশ্যক। জেলা শহরের মেইন রোড ও পৌর এলাকার কয়েকটি রাস্তা ছাড়া এ উপজেলায় কোন রাস্তা পাকা করা হয়নি। অধিকাংশ রাস্তা সংস্কারের অভাবে যানবাহন ও লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কৃষি ব্যবস্থা

সুধারাম উপজেলা খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। অথচ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারী উদ্যোগ প্রশংসনীয় নয়। বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান হয়। প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থার অভাব, সার ও বীজের স্বল্পতা, আধুনিক চাষাবাদে সরকারী সহযোগিতা, কৃষি ঋণের অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি কৃষকদের সমস্যা। চরাঞ্চলে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন একটি বিরাট সমস্যা। তাছাড়া জোতদার ও লাঠিয়াদের অত্যাচারে কৃষকবৃন্দ খুবই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কৃষকেরা ধান, পাট ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত।

চিকিৎসা

সুধারাম উপজেলায় চরজব্বর, খলিফারহাট, চরকরমুল্লা, কবিরহাট প্রভৃতি স্থানের সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত চিকিৎসা চলে না। এখানকার পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মীরাও মাঠে যায় না। ডাক্তারের অভাব, ওষুধের অপ্রতুলতা প্রভৃতি সমস্যাও রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ

এ উপজেলাকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় আনার কথা। পশ্চিমাঞ্চলের দাদপুর, ইসলামগঞ্জ বাজার, শিবপুর, চৌধুরীহাট, জমিদারহাট, দক্ষিণাঞ্চলে চরক্লার্ক, চর এওয়াজবালীয়া, চরলক্ষী, পূর্বাঞ্চলে হাজিরহাট, ভূঞারহাট, রামেশ্বরপুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া প্রয়োজন।

উপজেলার অধিকাংশই চর এলাকা। গ্রীষ্মকালে খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েলের সংখ্যা খুবই কম। চরাঞ্চলে পানির অব্যবস্থায় অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং বিভিন্ন মহামারী দেখা দেয়।

CLASS-III-EMPLOYEE(01)
CLASS-IV-EMPLOYEE(01)